মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা,যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক,স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

এছাড়াও এসময় অতিরক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর হোসেন রুমন,পি পি পল্লব ভট্টাচার্য,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম,জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান,সহ সভাপতি নুরুল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) সকালে সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়।

মেহেরপুর স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক শামীম হাসান জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় সেখানে কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ পুলিশ,জেল পুলিশ,ফায়ার সার্ভিস, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি সরকারি কলেজ, বিএনসিসি সরকারি মহিলা কলেজ,সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান ও পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

পরে তারা শান্তির প্রতীক পায়রা ওড়ান এবং জেলা প্রশাসক মেহেরপুর বাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। পরে সেখানে মনোজ্ঞ শরীরচর্চা প্রদর্শন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ সময় স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক শামীম হোসেন,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আব্দুল কাদির মিয়া,সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রনী খাতুন, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিমসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন আয়োজনে মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা দিবস পালন

নানা আয়োজনে মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকরা হচ্ছে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে সকাল ছয়টায় মেহেরপুর কলেজ অবস্থিত কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

প্রথমে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের পক্ষে পুষ্প মাল অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

পরে জেলা বাসীর পক্ষেও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন তিনি। এরপর পর্যায়ক্রমে জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এসএম নাজমুল হক, মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম,

মেহেরপুর জেলা পরিষদের পক্ষে জেলা পরিষদের অ্যাডভোকেট মোহা: আব্দুস সালাম, মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অফিস ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

পরে বীর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে দিবসটি পালন উপলক্ষে মেহেরপুর-২ আসনের এমপি ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, গ্ংনী উপজেলা পরিষদের পক্ষে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীসহ বিভিন্ন স্কুল কলেজ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মুজিবনগরে ২৫ শে মার্চ গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চারণে আলোচনা সভা

মুজিবনগরে ২৫ শে মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের আয়োজনে, দিবসটি উপলক্ষে সোমবার বেলা

সাড়ে ১০ সময় উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এই গণহত্যা দিবস ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন এর সভাপতিত্বে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলার নবাগত নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের কোরআন তেলাওয়াতকারী ও মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলী।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থেকে ২৫ মার্চ এর গণহত্যা এবং পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেন।

এ সময় উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ৫০ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে উপজেলার গোপালনগর গ্রামস্থ শফিকুল মোল্লার ইট ভাটার কাছে থেকে তাকে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

আটকৃত আসামি, মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর দক্ষিণপাড়া মরজেম আলীর ছেলে আব্দুর রশিদ (ওসি) ৪০।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উজ্জল কুমার দত্ত জানান, আসামি মাদক বিক্রয়ের উদ্দেশ্য শফিকুল মোল্লার ইট ভাটার কাছে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার এস আই আশিকুর রহমান ও এস আই ইসরাফিল ইসলামের এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন সময়ে আসামিকে বাজার করা ব্যাগ নিয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে। এ সময় সন্দেহ হলে তার কাছে তল্লাশি করে ব্যাগের ভিতর থেকে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীর নামে মুজিবনগর থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গণহত্যা দিবসের আলোচনা সভা

মেহেরপুর ২৫ শে মার্চ গণহত্যা দিবস ও ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে স্মৃতি চারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ শে মার্চ) বেলা ১২ টার সময় জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জি এম সিরাজুম মূনীমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা মডেল মসজিদ ইমাম মুফতী মোঃ সাদিকুর রহমান, ফিল্ড সুপারভাইজার ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম।

এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ।

অনুষ্ঠান শেষে ২৫ শে মার্চের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আয়োজনে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ শে মার্চ) সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বিপিএম বার, পিপিএম।

এ সময় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীর, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম।

সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রনী খাতুনের সঞ্চালনা আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাজেদুল ইসলাম, মোঃ আবীর হোসেন, তানজিনা শারমিন দৃষ্টি, দেবাংশু বিশ্বাস, রিফাত জাহানসহ অন্যান্য ব্যক্তিরা।

মুজিবনগরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে খাইরুল ইসলামের যোগদান

মুজিবনগরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করেছেন কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার বীর মুক্তিযোদ্ধা সোবহান মন্ডল এর ছেলে মো: খাইরুল ইসলাম।

আজ রবিবার দুপুরে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদে পৌঁছালে উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাগণ তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরে তিনি মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এ সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্নসহ উপজেলার প্রশাসনের কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ৩৫ তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে ২০১৭ সালে টাঙ্গাইল সদরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে যোগদার করেন আর সেখানে তিনি ১ বছর ১০ মাস কর্মরত ছিলেন।

এছাড়া তিনি টাঙ্গাইল ডিসি অফিসে এনডিসি, রংপুর কমিশনার কার্যালয়ে একান্ত সচিব এবং ঢাকা কমিশনারের কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

পদোন্নতি পেয়ে তিনি ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী হিসেবে যোগদান করেন।

সম্পদের জবরদখল ও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ এনে মেহেরপুরে সংবাদ সম্মেলন

নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির দখল পেতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেহেরপুরে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২৪ মার্চ) দুপুর পৌনে তিনটার সময় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সন্নিকটে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী সাহিদা খাতুন এবং তার পুত্র মোঃ এসকেব আলী লিখিত বক্তব্য পাঠ করে পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

লিখিত বক্তব্যে মোঃ এসকেন আলী বলেন, ‘আমি মোঃ এসকেন আলী। আমার মাতা সহিদা খাতুন, স্বামী- মৃত খায়রুল বাসার, সাং- দিঘিরপাড়া, ০৫নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর পৌরসভা, থানা ও জেলা- মেহেরপুর।

আমার মাতা সহিদা খাতুনের দ্বিতীয় স্বামী মৃত খায়রুল বাসার-এর নামীয় সম্পত্তি থেকে আমার মা সহিদা খাতুন তাহার অংশমত ৬৪.৯৯ একর সম্পত্তি পান এবং সহিদা খাতুন নিজ নামে খারিজ করেন এবং খাজনা পরিশোধ করিতেছেন। আমার মাতা তাহার মৃত স্বামী খায়রুল বাসার -এর নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির মধ্যে আমাকে কিছু সম্পত্তি দান মূলে আমাকে রেজিস্ট্রি করিয়া দেয়। আমি দানসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নামে খারিজ করিয়া যথারীতি খাজনা পরিশোধ করিতেছি। উক্ত সম্পত্তিতে থাকা ফসলাদি, পুকুরের মাছ বা লীজের টাকা বা জমির উপর অবস্থিত গোডাউনের ভাড়া আমাদের অংশমত আমাদের দেয় না।

কিন্তু উল্লেখিত সম্পত্তি আমরা ভোগ দখল করিতে গেলে মৃত খায়রুল বাসার-এর দুই ভাই ১. মোঃ খলিলুর রহমান ও ২. মোঃ খোরশেদ আলম স্থানীয় সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোকজন দ্বারা আমাদের বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং আমাদের বিভিন্ন ভাবে খুন জখমের হুমকী দিতেছে। এতে আমি এবং আমার মা ও বোন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছি এবং আমাদের বৈধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয় নিয়ে উক্ত মোঃ খলিলুর রহমান সিনিয়র

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে মামলা দায়ের করে। যাহা বিজ্ঞ আদালত গত ২০২৩ সালের ২৪ জুলাই তারিখে খারিজ করিয়া দিয়াছেন। মামলাটি খারিজ হওয়ার ১ বৎসর পার হইয়া গেলেও উল্লেখিত ১. মোঃ খলিলুর রহমান ও ২. মোঃ খোরশেদ আলম আমাদের উক্ত সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিতেছে না এবং আমাদের খুন জখমের হুমকী প্রদান করিতেছে। আমরা নিরূপায় হইয়া আপনাদের মাধ্যমে বিষয়টি জানাচ্ছি এবং এ বিষয়ে নিরাপত্তা চেয়ে আইনের কাছে নিরাপত্তা নিশ্চিতের এবং উক্ত জমি উদ্ধারের দাবী জানাচ্ছি।’

মেহেরপুরে অনুমোদনহীন হাসপাতাল প্যাথলজির ছড়াছড়ি

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে ‘আল-আকসা নার্সিং হোম অ্যান্ড ল্যাব ও গাংনীতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে হাসিনা ডায়াগনিস্ট সেন্টার’সহ অনেক ল্যাব ও বেসরকারি হাসপাতাল সিভিল সার্জন অফিসের তালিকাতে নেই।

তালিকাভূক্ত ল্যাব ও হাসপাতালের খবর স্বাস্থ্য বিভাগের কেউ তেমন একটা খবর রাখে না। জেলাজুড়ে অনুমোদন ছাড়া জমজমাট অবস্থা হাসপাতাল ও প্যাথলজি ব্যবসায়। অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের ব্যবসার নিয়ন্ত্রক চিকিৎসক ও জনপ্রতিনিধিরা। দিন দিন জমজমাট হয়ে উঠছে মেহেরপুরে স্বাস্থ্যখাতের এই ব্যবসা। জেলার ৮০ ভাগ ক্লিনিকই বৈধ লাইসেন্সসহ শর্তাবলি পূরণ না করেই ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

এসব ক্লিনিকের নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, নার্সসহ আসবাবপত্র। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের দক্ষিণ পাশে নির্মিত হচ্ছে নার্সিং ইন্সটিটিউট। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বেসরকারি ক্লিনিকের ছড়াছড়ি। হাসপাতালের উত্তর দিকের অংশের নাম ছিল ওয়াবদাপাড়া। এখন ‘ক্লিনিক পাড়া’ নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই ক্লিনিক পাড়ায় প্রায় কুড়িটি ক্লিনিক অবাধে ব্যবসা করে যাচ্ছে। এসব ক্লিনিকের পোষ্য দালালদের দৌরাত্মে সরকারি হাসপাতালে কোনো রোগী যাওয়ার উপায়

নেই বলে জানালেন ভুক্তভোগীরা। আবার ক্লিনিকগুলো প্রভাবশালী ব্যক্তি ও চিকিৎসকদের। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না বলে এন্তার অভিযোগ। সরকারি হাসপাতালের চেয়ে অনেক টাকা খরচ জেনেও রোগীরা ক্লিনিকমুখী হওয়ার অন্যতম কারণ সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা ক্লিনিকগুলোর সঙ্গে জড়িত। সরকারি হাসপাতালের কোন কোন চিকিৎসক ও সেবিকারা বাধ্য করছে রোগীদের ক্লিনিকমুখী হতে।

জেলা সিভিল সার্জন অফিসের হিসাবে জেলায় বেসরকারি হাসপাতাল ও প্যাথলজি ল্যাব রয়েছে ১০৫টি। এরমধ্যে ৬৯টি বেসরকারি হাসপাতাল আছে। তালিকার বাইরে ছোট-বড়সহ আরও ডজন দুই হাসপাতাল আছে। তালিকাভূক্ত প্যাথলজি ল্যাব রয়েছে ৩৬টি। সিভিল সার্জন অফিসের তালিকাভুক্ত ৬৯টি হাসপাতালের মধ্যে ৫৮টি হাসপাতালের লাইসেন্স নাই।

১০ বেডের আবেদন নিয়ে হাসপাতাল ব্যবসা শুরু করলেও অনেক হাসপাতালের বেড সংখ্যা বেড়ে ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। তাদের বর্ধিত বেড অনুপাতে জনবল নেই। স্বাস্থ্য বিভাগের ও লো প্রশাসনের বিভিন্ন সভায় অনুমোদনহীন হাসপাতাল প্যাথলজি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আলোচনা হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দেয়া ১০ নির্দেশনা চরমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। অথচ এই নির্দেশনার আগে গাংনীর রাজা ক্লিনিকে অপারেশনের কুড়ি বছর পর বাচেনা খাতুন নামের এক রোগির পেট থেকে সার্জারি কাঁচি বের করা হয়েছে। ঘটনায় মামলা হলে ক্লিনিক মালিক ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত। বর্তমানে তিনি জামিনে আছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার মো. আব্দস সালামের জেলা শহরের মেহেরপুর দারুস সালাম ক্লিনিকে অপারেশন টেবিলে এক রোগির মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মামলা হলে আদালত থেকে জামিনে আছেন ডা. সালাম। গত জানুয়ারি মাসে শহরের মল্লিক পাড়ায় হাসপাতালের আরেক অবসরপ্রাপ্ত আরএমও ডা. রমেশ ক্লিনিকে রোগির মৃত্যুতে ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। আবার ওই ক্লিনিকের নিজস্ব সেবিকা স্বর্ণালীর এপেন্ডিসাইটিস অপারেশনকালে মৃত্যু হলে ২০ লাখ টাকায় রফা হয়েছে। গত ১৮ মার্চ গাংনীতে গাংনী উপজেলায় হাসিনা হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগির মৃত্য হলে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে হাসপাতালটি সিলগালা ও হাসপাতালের মালিক হাফিজুর রহমানকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড, এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে।

বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর ১০ দফা নির্দেশনা চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার হাসপাতালে চিকিৎসক এক রোগির অনেকগুলো টেস্ট দিলে দালালের খপ্পরে পড়ে অক্ষরজ্ঞানহীন ওই রোগি মো. ইসাহক আলী। দালাল পাশের এক প্যাথলজিতে পরিক্ষা নিরীক্ষা করে বিল ধরিয়ে দেয় ১৭শ টাকা। আর্থিক অসঙ্গতি জানিয়ে রোগি কেঁদে কেটে একাকার হলে শেষতক এক হাজার টাকা বেরিয়ে আসার সময় ক্ষিস্তি খেউড় শুরু করেন ইসাহক আলী।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন মহী উদ্দিন আহমেদ জানান- প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক, প্যাথলজি পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।